দৈনিক বাংলা

008

তারিখ ...13 AUG 198৯...
পৃষ্ঠা... 5 ... কলাম 3 ...

জনমত

শিক্ষা বোর্ড সমীপে—

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহে এবারে অনুষ্ঠিত এস-এসসি পরীক্ষার ফলাফল তৈরীর কাজ চলছে। প্রসঙ্গত আরও জানা গেছে, প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করে এবারে বিজ্ঞান ও মানবিক শাখা মিলিয়ে মাত্র একটাই মেধা-তালিকা তৈরি হচ্ছে। অথচ সকল অভিভাবকই জানেন প্রতি বছরই সম্মিলিত মেধা তালিকা ছাড়াও বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস ও হোমইকনমিকস'র জন্যে ভিন্ন ভিন্ন মেধা তালিকা তৈরি হয় এবং সেই ভিত্তিতেই কলেজে পড়ার সময়ে ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তি ও স্টাইপেন্ড পায়। তাই সম্মিলিত মেধা তালিকা ছাড়া যদি এবার বিজ্ঞান ও মানবিক শাখার জন্যে পৃথক পৃথক মেধা তালিকা তৈরি না করা হয় তাহলে মানবিক শাখার ছাত্রছাত্রীদের উপরে দারুন অবিচার করা হবে।

যেসব কারণে অন্যান্যবারের মতো এবারেও মানবিক শাখার জন্যে আলাদা মেধা তালিকা হওয়া উচিৎ সেগুলির প্রতি আমরা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানগণ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমতঃ, অন্যান্যবারের মতোই এবারেও বিজ্ঞান ও মানবিক শাখার ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার রোল ভিন্ন ছিলো, পাঠ্যসূচীতেও ভিন্নতা ছিলো, নৈর্বাচনিক বিষয় সমূহের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা ছিলো। দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্যে বাধ্যতামূলক বিষয়গুলিতে যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীব বিদ্যায় (২০০ নম্বর) তারা যেমন নম্বর তুলতে পারবে মানবিক শাখার ছাত্ররা কোনক্রমেই সেক্ষেত্রে অর্থ-নীতি, পৌরনীতি ও ইতিহাস (২০০ নম্বর) বিষয়ে ঐ পরিমাণ নম্বর তুলতে পারবে না। সেক্ষেত্রে দুই শাখাকে সমমানে বিচার করা অযৌক্তিক ও অসমীচিন। তৃতীয়তঃ ১৯৮৩ সালে যখন প্রথম এই নতুন পাঠ্যক্রম চালু হয় তখন শুরুতে অভিন্ন ও একক কোর্স থাকলেও তিন মাস পরেই দুটি আলাদা শাখা হয়ে যায়। ঐ সময়ে কোন মহলই একথা জানাননি যে ফলাফলের ক্ষেত্রে এই ভিন্নতা থাকবে না। বিজ্ঞান শাখার ছাত্রদের সাথে মানবিক শাখার ছাত্রদের অযৌক্তিক প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। চতুর্থতঃ এটাও ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে যে পূর্ববর্তী বছর সমূহের তুলনায় এবার ছাত্রদের শাখা নির্বাচনের সুযোগ ছিল না। পুরাতন পাঠ্যক্রম চালু থাকলে যারা বাণিজ্য, হোমইকনমিকস ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস ও কৃষি বিজ্ঞান পড়তো তাদের ৮০%ই এবার মানবিক শাখায় চলে এসেছে। এর পরও যদি এইসব ছাত্রছাত্রীর ফলাফলের জন্যে ভিন্ন মেধা তালিকা না করে বিজ্ঞান শাখার সাথে একটা মাত্র মেধা তালিকায় বিচার করা হয় তাহলে মানবিক শাখার পরীক্ষার্থীদের প্রতি শুধু অবিচারই করা হবে না, কলেজেও তাদের স্কলারশীপ পাওয়ার ও উচ্চশিক্ষার পথও রুদ্ধ করা হবে। উপরন্তু মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীরা আর মানবিক শাখায় আসবে না। ফলে উচ্চতর পর্যায়ে বিশেষতঃ বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্যায়ে এই শাখায় প্রতিভাধর ও প্রতিশ্রুতিশীল মেধাবী ছাত্রর সংকট দেখা দেবে (ইতি-মধ্যেই দেখা দিয়েছে), যার পরিনাম দেশ ও জাতির জন্যে কোন-ক্রমেই শুভ হতে পারে না। আশা করি সংশ্লিষ্ট সকল মহলই বিষয়টি ভেবে দেখবেন এবং আশু ব্যবস্থা নেবেন।

—শাহ মুহম্মদ হাবীবুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।